সারসংক্ষেপ (Abstract)

যুগের প্রেক্ষিতে সংরূপের (Genre) ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় সাহিত্য বাহিত হয়। যুগে যুগে সংগঠিত বিভিন্ন আন্দোলনে বারবার আন্দোলিত হয় সমাজ; আর সমাজের দর্পণে অর্থাৎ সাহিত্যে তা নানাভাবে প্রতিফলিত হয়। কিন্তু এই আন্দোলন (Movement) যখন হয় সাহিত্যেই, তখনই সাহিত্যধারায় আসে এক-একটি বাঁকবদল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একটি পাকাপোক্ত ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠার পরে, বড়সড় বাঁকবদলটি হয়েছিল বিশ শতকের তৃতীয় দশকে কল্লোল-কালিকলম-প্রগতির তরুণ লেখকদের হাত ধরে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সংগঠিত অসংখ্য সাহিত্য-আন্দোলনের (Literary-Movement) ঢেউ মতবাদ (ism) রূপে এইসময়ে এদেশে পৌঁছে বাংলা সাহিত্যকে নব নব রূপ দিয়েছে। এরপর পঞ্চাশ-ষাট-সত্তর-আশির দশকে বাংলা সাহিত্য-জগতে এমন কিছু যৌথ আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে, যেগুলি কোনো বিদেশি সাহিত্য-আন্দোলনসঞ্জাত নয়; এদেশের সাহিত্য-ভূমিতেই যাদের উৎপত্তি। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ছোটগল্পের যে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা, তার মূলে ছিল বিমল করের 'ছোটগল্প-নূতনরীতি' গল্প-আন্দোলন। এরপর একের পর এক হাংরি আন্দোলন, শ্রুতি আন্দোলন, শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন, নিমসাহিত্য আন্দোলন, ধ্বংসকালীন আন্দোলন, নতুননিয়ম আন্দোলন, ছাঁচ-ভেঙে-ফেল আন্দোলন, প্রকল্পনা আন্দোলন, নিওলিট আন্দোলন, থার্ড লিটারেচার আন্দোলন, সমন্বয়-ধর্মী গল্প-আন্দোলন, গাণিতিক গল্প-আন্দোলন, চাকর-সাহিত্য-বিরোধী আন্দোলন ইত্যাদি আন্দোলনগুলি ষাট-সত্তর-আশির দশকে বাংলা সাহিত্য-ভূমিতে এক একটি তরঙ্গ তুলেছিল। বাংলা সাহিত্য-জগতে প্রাতিষ্ঠানিকতার (Establishment) বিরুদ্ধে সচেতনভাবে ঘোষিত, আলোড়ন সৃষ্টিকারী এই আন্দোলনগুলির প্রতিক্রিয়ায় প্রত্যাখ্যানও প্রবল হয়ে উঠেছিল সেই সময়ে। মূলধারার সাহিত্য (Mainstream Literature) পাঠককে যে স্থিতাবস্থার মধ্যে আটকে রাখে প্রতিসাহিত্য, সেই স্থিতাবস্থাকেই ভাঙতে চেয়েছিল নানাভাবে। ইতিহাস রচিত হয় রূপান্তরের হাত ধরেই; সাহিত্যের ইতিহাসও এভাবেই এগিয়ে চলে। হাংরি, শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্য-আন্দোলনকারীরা বাংলা সাহিত্যের গতানুগতিক প্রথাগুলিকে (Literary Conventions) কীভাবে ভেঙেচুরে নতুন থেকে নতুনতর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন, এবং এতে তাঁরা কতটা সফল হয়েছিলেন ও বাংলা সাহিত্যের গতিপথ নির্মাণে কতটা ভূমিকা

Assistant Professor
Department of Bengali
University of North Bengal

পালন করেছিলেন, তা শৈলীবিজ্ঞানের নৈর্ব্যক্তিক, যুক্তিনিষ্ঠ, বিধিবদ্ধ, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বনে অনুসন্ধান করাই বর্তমান গবেষণার অন্বিষ্ট। "হাংরি, শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্য-আন্দোলনের মুখপত্রে প্রকাশিত বাংলা সাহিত্য : বিষয়বস্তু ও শৈলী বিশ্লেষণ" শীর্ষক এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটিকে নিম্নলিখিত পাঁচটি অধ্যায়ে সজ্জিত করা হয়েছে -

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়

হাংরি, শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্য-আন্দোলনের মুখপত্র, মতাদর্শ ও লেখকগোষ্ঠী

দ্বিতীয় অধ্যায়

হাংরি, শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্য-আন্দোলনের মুখপত্রে প্রকাশিত সাহিত্যের বিষয়বস্তুগত বিশ্লেষণ

তৃতীয় অধ্যায়

হাংরি, শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্য-আন্দোলনের মুখপত্রে প্রকাশিত সাহিত্যের ভাষারীতিগত বিশ্লেষণ

চতুর্থ অধ্যায়

হাংরি, শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্য-আন্দোলনের মুখপত্রে প্রকাশিত সাহিত্যের সংরূপ ও গঠনগত বিশ্লেষণ

পঞ্চম অধ্যায়

হাংরি, শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্য-আন্দোলনের পরিণতি ও পরবর্তী সাহিত্যধারায় প্রভাব

উপসংহার

বর্তমান গবেষণা অভিসন্দর্ভটিতে মূল আলোচনায় প্রবেশের আগে 'সাহিত্য-আন্দোলন' (Literary Movement) পরিভাষাটি সম্পর্কে একটি প্রাথমিক পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে ভূমিকায়। এর পাশাপাশি হাংরি, শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্য-আন্দোলনত্রয়ের সাহিত্যিক প্রেক্ষাপট ও দেশ-কালের প্রেক্ষাপট; এবং উক্ত আন্দোলনত্রয় সম্পর্কিত পূর্ববর্তী আলোচনা-

সমালোচনা-গবেষণার একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখাও তুলে ধরা হয়েছে এখানে। সবশেষে এই গবেষণাকর্মটিতে অনুসৃত গবেষণা-পদ্ধতি (Research-Method) সম্পর্কে উল্লেখ করে 'ভূমিকা' সম্পাদন করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে উক্ত সাহিত্য-আন্দোলনত্রয়ের মুখপত্ররূপ পত্রিকা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য-প্রমাণ সহযোগে আন্দোলনের ইস্তেহার তথা মতাদর্শগুলি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত সংশ্লিষ্ট লেখকদের তালিকাসহ আন্দোলনের মূল কাণ্ডারীদের প্রাথমিক পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে উক্ত ত্রিবিধ আন্দোলনের বিষয়গত দিক। হাংরি আন্দোলনের বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করা হয়েছে একটি বিতর্ককে সামনে রেখে যে, হাংরিদের লেখালেখির বিষয় আদৌ 'যৌনতা' কিনা। ত্রিবিধ আন্দোলনেরই বিষয়গত উপাদান ও উপকরণগুলিকে (Content elements and components) বিশ্লেষণাত্মক (Analytical) দৃষ্টিভঙ্গিতে বিস্তারে আলোচনা করে আন্দোলনত্রয়ের বিষয়গত অভিমুখটিকে (Content Orientation) চিহ্নিত করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে উক্ত সাহিত্য-আন্দোলনত্রয়ের মুখপত্ররূপ পত্রিকায় প্রকাশিত সাহিত্যের ভাষারীতিগত দিক। এক্ষেত্রে ধ্বনিতাত্ত্বিক (Phonological), রূপতাত্ত্বিক (Morphological), শাব্দিক (Lexical), আন্বয়িক (Syntactic) ও শব্দার্থতাত্ত্বিক (Semantical) দিক থেকে হাংরি, শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্যের ভাষারীতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে এখানে। এছাড়া সামাজিক শ্রেণি (Social Class) অনুসারে চরিত্রের মুখের ভাষা অর্থাৎ রেজিস্টার তথা সমাজভাষাবিজ্ঞানের (Socio-linguistics) দৃষ্টিকোণ থেকেও হাংরি ও শাস্ত্রবিরোধী গল্পের ভাষাপ্রয়োগ বিচার ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি ত্রিবিধ আন্দোলনের ক্ষেত্রেই যতিচিহ্নসহ নানাবিধ চিহ্নের বিবিধ প্রয়োগ, স্পেসের বিশিষ্ট ব্যবহার ইত্যাদি লেখতাত্ত্বিক (Graphological) বিশেষত্বগুলির ওপরেও আলোকপাত করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচ্য বিষয় হল সাহিত্য-আন্দোলনত্রয়ের মুখপত্ররূপ পত্রিকায় প্রকাশিত সাহিত্যের সংরূপ ও গঠনগত দিক। সাহিত্য-আন্দোলনগুলির মূল প্রবণতাই ছিল প্রচলিত সংরূপকে (Genre) ভেঙে নতুন থেকে নতুনতর সংরূপ নির্মাণ। হাংরি মূলত কবিতা-আন্দোলন হলেও এটি একই সঙ্গে গল্প বা গদ্য আন্দোলন, অন্যদিকে শ্রুতি হল কবিতা-আন্দোলন ও শাস্ত্রবিরোধী হল গল্প-আন্দোলন; অর্থাৎ সংরূপগত দিক থেকে বর্তমান

গবেষণা অভিসন্দর্ভটিতে আলোচনা ‘কবিতা’ ও ‘ছোটগল্প’ – এই দু’টি সাহিত্য সংরূপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাই বাংলা ‘কবিতা’ ও ‘ছোটগল্প’ সংরূপ দুটির প্রথাগত স্বরূপ থেকে আলোচ্য সাহিত্য-আন্দোলনকারীরা কীভাবে সরে এসেছেন - সেইসব অভিনবত্বগুলি চিহ্নিত করে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। এখানে শ্রুতি আন্দোলনের ক্ষেত্রে ‘কবিতা’ ও ‘চিত্রকলা’ – দুটি পৃথক সংরূপের সংমিশ্রণ, এবং শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্রে ‘ছোটগল্প’ ও ‘কবিতা’ সংরূপদ্বয়ের সংমিশ্রণ বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়েছে। শ্রুতি আন্দোলনের ক্ষেত্রে সংরূপগত সংমিশ্রণের দিকটি আলোচনা করা হয়েছে শ্রুতি কবিতায় বিচিত্র অক্ষর-বিন্যাস, মুদ্রণের বিবিধ স্টাইল, হরফের বিভিন্ন আকৃতি ও স্টাইল ইত্যাদি ‘Typographic’ বিশেষত্বগুলির ‘বহুমাত্রিক’ বিশ্লেষণে (Multi-modal Stylistic Analysis)। অন্যদিকে শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্রে সংরূপগত সংমিশ্রণ আলোচিত হয়েছে ‘কাব্যধর্মী গদ্যভাষা’, যতিচিহ্নের প্রয়োগ-বিশেষত্ব ইত্যাদি বিশ্লেষণের মাধ্যমে। এর পাশাপাশি এই আন্দোলনত্রয়ের ধারায় রচিত সাহিত্যের গঠনগত দিকও বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই অধ্যায়েই। এই আন্দোলনকারীদের ঘোষিত লক্ষ্যই ছিল সাহিত্যের প্রচলিত গঠনরীতিকে নস্যাৎ করা। আদি, মধ্য ও অন্ত্যচমক যুক্ত পরিসমাপ্তিসহ যে নিটোল প্রথাগত গঠনের ছোটগল্প পাঠে সাধারণ বাঙালি পাঠক অভ্যস্ত ছিল তা হাংরিরাও লেখেননি, শাস্ত্রবিরোধীরাও লেখেননি। এঁদের কারোর গল্পেই কার্যকারণ সূত্রের কোনো বালাই নেই। আবার কবিতা-দেহ গঠনের ক্ষেত্রে যে শর্তগুলি আবশ্যিক হিসেবে বিবেচিত হয় অর্থাৎ ছন্দ, পঙ্‌ক্তি-বিন্যাস ইত্যাদি বিষয়গুলিকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছেন তাঁরা। উক্ত ত্রিবিধ সাহিত্য-আন্দোলনের ধারায় রচিত সাহিত্যের ব্যতিক্রমী (Deviant) গঠনগত বিশেষত্বগুলিকে অন্বেষণ করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

পঞ্চম অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হল উক্ত সাহিত্য-আন্দোলনত্রয়ের মুখপত্ররূপ পত্রিকায় প্রকাশিত সাহিত্যের পরিণতি ও প্রভাব। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুই বদলায়। যে তাগিদে এই সাহিত্য-আন্দোলনগুলির সূত্রপাত হয়েছিল, আবার সেই তাগিদেই এগুলির অবসানও ঘটেছে। গোষ্ঠীবদ্ধ সাহিত্য-আন্দোলন মাত্রেই একটা জায়গায় থামতে বাধ্য; কিন্তু সংশ্লিষ্ট লেখকরা থামেন না। স্বধর্ম থেকে তাঁরা বিচ্যুত হলেন, নাকি বিবর্তনের স্বাভাবিক পথ ধরেই এগোলেন – তা অন্বেষণ করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। এছাড়া আন্দোলনের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলিও আলোচিত হয়েছে এখানে। এর পাশাপাশি সাহিত্য-আন্দোলনগুলি পরবর্তী সাহিত্যধারায় আদৌ কোনো প্রভাব বিস্তার করল কিনা, করলে কতটা প্রভাব বিস্তার করল; আধুনিক সাহিত্যের গতিপথ নির্মাণে কতটা অংশগ্রহণ করল, তা অন্বেষণ করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

সবশেষে প্রতিটি অধ্যায়ে আলোচনার মূল সিদ্ধান্তগুলিকে উপসংহারে তুলে ধরা হয়েছে। সেই সঙ্গে এই গবেষণা করতে গিয়ে এই বিষয় সংলগ্ন পরবর্তী গবেষণার সূত্র-নির্দেশ করা হয়েছে এখানে।

এছাড়া উক্ত সাহিত্য-আন্দোলনকারীদের সাক্ষাৎকার 'পরিশিষ্ট-ক' অংশে সংযোজন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রতিটি সাহিত্য-আন্দোলন থেকে একজন করে লেখকের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে; হাংরির মলয় রায়চৌধুরী, শ্রুতির মৃণাল বসুচৌধুরী, শাস্ত্রবিরোধীর শেখর বসু। এছাড়া এই আন্দোলনগুলির সমকালের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সন্দীপ দত্ত মহাশয়ের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যদিকে এই আন্দোলনত্রয়ের দুষ্প্রাপ্য কিছু বুলেটিন, নিজেদের পত্রিকায় ও অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত আন্দোলনকারীদের বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্রিকার বিজ্ঞাপন, আলোচ্য পত্রিকাত্রয়ে সমকালীন অন্যান্য পত্রিকার বিজ্ঞাপন ইত্যাদির প্রতিলিপিসহ আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি ও তথ্য 'পরিশিষ্ট-খ' অংশে সংযুক্ত হয়েছে। এরপরে 'গ্রন্থপঞ্জি ও পত্রিকাপঞ্জি' এবং 'নির্ঘণ্ট' সংযোজন করে অভিসন্দর্ভটি সমাপন করা হয়েছে।